চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ

[*Reconciliation of Free will and Predestination*]

ডাক্তার বলছেন, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আর আমাদের সকলের আত্মা (Soul) অনন্ত উন্নতি করবে। একজন আর একজনের চেয়ে বড়, একথা তিনি মানতে চাহিতেছেন না। তাই অবতার মানছেন না।

ডাক্তার -- 'Infinite Progress' তা যদি না হল তাহলে পাঁচ বছর সাত বছর আর বেঁচেই বা কি হবে! গলায় দড়ি দেব!

"অবতার আবার কি! যে মানুষ হাগে মোতে তার পদানত হব! হাঁ, তবে Reflection of God's light (ঈশ্বরের জ্যোতি) মানুষে প্রকাশ হয়ে থাকে তা মানি।"

গিরিশ (সহাস্যে) -- আপনি God's Light দেখেন নি --

ডাক্তার উত্তর দিবার পূর্বে একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন। কাছে একজন বন্ধু বসিয়াছেলেন -- আস্তে আস্তে কি বলিলেন।

ডাক্তার -- আপনিও তো প্রতিবিম্ব বই কিছু দেখেন নাই।

গিরিশ -- I see it, I see the Light! শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার Prove (প্রমাণ) করব -- তা নাহলে জিব কেটে ফেলব।

[*বিকারী রোগীরই বিচার -- পূর্ণজ্ঞানে বিচার বন্ধ হয়*]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- এ-সব যা কথা হচ্ছে, এ কিছুই নয়।

"এ-সব বিকারের রোগীর খেয়াল। বিকারের রোগী বলেছিল, -- এক জালা জল খাব। এক হাঁড়ি ভাত খাব! বদ্যি বললে, আচ্ছা আচ্ছা খাবি। পথ্য পেয়ে যা বলবি তখন করা যাবে।

"যতক্ষণ কাঁচা ঘি, ততক্ষণই কলকলানি শোনা যায়। পাকা হলে আর শব্দ থাকে না। যার যেমন মন, ঈশ্বরকে সেইরূপ দেখে। আমি দেখেছি, বড় মানুষের বাড়ির ছবি -- কুইন-এর ছবি আছে। আবার ভক্তের বাড়ি -- ঠাকুরদের ছবি!

"লক্ষণ বলেছিলেন, রাম, যিনি স্বয়ং বশিষ্ঠদেব, তাঁর আবার পুত্রশোক! রাম বললেন, ভাই যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার আলোবোধ আছে, তার অন্ধকারবোধও আছে। তাই জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও। ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানলে সেই অবস্থা হয়। এরই নাম বিজ্ঞান।

"পায়ে কাঁটা ফুটলে আর-একটি কাঁটা যোগাড় করে আনতে হয়। এতে সেই কাঁটাটি তুলতে হয়। তোলার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। জ্ঞান দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তুলে, জ্ঞান অজ্ঞান দুই কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।

"পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ আছে। বিচার বন্ধ হয়ে যায়। যা বললুম, কাঁচা থাকলেই ঘিয়ের কলকলানি।"

ডাক্তার -- পূর্ণজ্ঞান থাকে কি? সব ঈশ্বর! তবে তুমি পরমহংসগিরি করছো কেন? আর এরাই বা এসে তোমার সেবা করছে কেন? চুপ করে থাক না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল, তরঙ্গ হলেও জল।

[*Voice of God or Conscience -- মাহুত নারায়ণ*]

"আর একটি কথা। মাহুত নারায়ণের কথাই বা শুনি কেন? গুরু শিষ্যকে বলে দিছলেন সব নারায়ণ। পাগলা হাতি আসছিল। শিষ্য গুরুবাক্য বিশ্বাস করে সেখান থেকে সরে নাই। হাতিও নারায়ণ। মাহুত কিন্তু চেঁচিয়ে বলছিল, সব সরে যাও, সব সরে যাও; শিষ্যটি সরে নাই। হাতি তাকে আছাড় দিয়ে চলে গেল। প্রাণ যায় নাই। মুখে জল দিতে দিতে জ্ঞান হয়েছিল। যখন জিজ্ঞাসা করলে কেন তুমি সরে যাও নাই, সে বললে, 'কেন, গুরুদেব যে বলেছেন -- সব নারায়ণ!' গুরু বললেন, বাবা, মাহুত নারায়ণের কথা তবে শুন নাই কেন? তিনিই শুদ্ধমন শুদ্ধবুদ্ধি হয়ে ভিতরে আছেন। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। আমি ঘর, তিনি ঘরণী। তিনিই মাহুত নারায়ণ।"

ডাক্তার আর একটা বলি; তবে কেন বল, এটা সারিয়ে দাও?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- যতক্ষণ আমি ঘট রয়েছে, ততক্ষণ এইরূপ হচ্ছে। মনে করো মহাসমুদ্র -- অধঃ উর্ধ্ব পরিপূর্ণ। তার ভিতর একটি ঘট রয়েছে। ঘটের অন্তরে-বাহিরে জল। কিন্তু না ভাঙ্গলে ঠিক একাকার হচ্ছে না। তিনিই এই আমি-ঘট রেখে দিয়েছেন।

[*আমি কে?*]

ডাক্তার -- তবে এই 'আমি' যা বলছ, এগুলো কি? এর তো মানে বলতে হবে। তিনি কি আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছেন?

গিরিশ -- মহাশয়, কেমন করে জানলেন, চালাকি নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- এই 'আমি' তিনিই রেখে দিয়েছেন। তাঁর খেলা -- তাঁর লীলা! এক রাজার চার বেটা। রাজার ছেলে। -- কিন্তু খেলা করছে -- কেউ মন্ত্রী, কেউ কোটাল হয়েছে, এই সব। রাজার বেটা হয়ে কোটাল কোটাল খেলছে!

(ডাক্তারের প্রতি) -- "শোন! তোমার যদি আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, তবে এই সব মানতে হবে। তাঁর দর্শন হলে সব সংশয় যায়।"

[*Sonship and the Father -- জ্ঞানযোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ*]

ডাক্তার -- সব সন্দেহ যায় কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- আমার কাছে এই পর্যন্ত শুনে যাও। তারপর বেশি কিছু শুনতে চাও, তাঁর কাছে একলা একলা বলবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন তিনি এমন করেছেন।

"ছেলে ভিখারীকে এক কুনকে চাল দিতে পারে। রেলভাড়া যদি দিতে হয় তো কর্তাকে জানাতে হয়। [ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন।]

"আচ্ছা, তুমি বিচার ভালবাস। কিছু বিচার করি, শোন। জ্ঞানীর মতে অবতার নাই। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, -- তুমি আমাকে অবতার অবতার বলছ, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই -- দেখবে এস। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। খানিক দূরে গিয়ে অর্জুনকে বললেন, 'কি দেখতে পাচ্ছ?' অর্জুন বললেন, 'একটি বৃহৎ গাছ, কালো জাম থোলো থোলো হয়ে আছে।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'ও কালো জাম নয়। আর একটু এগিয়ে দেখ।' তখন অর্জুন দেখলেন, থোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে। কৃষ্ণ বললেন, 'এখন দেখলে? আমার মতো কত কৃষ্ণ ফলে রয়েছে!'

"কবীর দাস শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলেছিল, তুমি গোপীদের হাততালিতে বানর নাচ নেচেছিলে!

"যত এগিয়ে যাবে ততই ভগবানের উপাধি কম দেখতে পাবে। ভক্ত প্রথমে দর্শন করলে দশভূজা। আরও এগিয়ে দেখলে ষড়্‌ভুজ। আরও এগিয়ে গিয়ে দেকছ দ্বিভুজ গোপাল! যত এগুচ্ছে ততই ঐশ্বর্য কমে যাচ্চে। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখছে দ্বিভুজ গোপাল! যত এগুচ্ছে ততই ঐশ্বর্য কমে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে গেল, তখন জ্যোতিঃদর্শন কল্লে -- কোনও উপাধি নাই।

"একটু বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজার সামনে একজন ভেলকি দেখাতে এসেছিল। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলে, একজন সওয়ার আসছে। ঘোড়ার উপর চড়ে, খুব সাজগোজ -- হাতে অস্ত্রশস্ত্র। সভাশুদ্ধ লোক আর রাজা বিচার কচ্ছে, এর ভিতর সত্য কি? ঘোড়া তো সত্য নয়, সাজগোজ, অস্ত্রশস্ত্রও সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখলে যে সোয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিনা, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা -- বিচার করতে গেলে কিছুই টেকে না।"

ডাক্তার -- এতে আমার আপত্তি নাই।

[*The World (সংসার) and the Scare-Crow*]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তবে এ-ভ্রম সহজে যায় না। জ্ঞানের পরও থাকে। স্বপনে বাঘকে দেখেছে, স্বপন ভেঙে গেল, তবু বুক দুড়্‌দুড়্‌ করছে!

"ক্ষেতে চুরি করতে চোর এসেছে। খড়ের ছবি মানুষের আকার করে রেখে দিয়েছে -- ভয় দেখাবার জন্য। চোরেরা কোনও মতে ঢুকতে পারছে না। একজন কাছে গিয়ে দেখলে -- খড়ের ছবি। এসে ওদের বললে, -- ভয় নাই। তবু ওরা আসতে চায় না -- বলে বুক দুড়্‌দুড়্‌ করছে। তখন ভূঁয়ে ছবিটাকে শুইয়ে দিলে, আর বলতে লাগল এ কিছু নয়, এ-কিছু নয়, 'নেতি' 'নেতি'।"

ডাক্তার -- এ-সব বেশ কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- হাঁ! কেমন কথা?

ডাক্তার -- বেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- একটা 'Thank you' দাও।

ডাক্তার -- তুমি কি বুঝছো না, মনের ভাব? আর কত কষ্ট করে তোমায় এখানে দেখতে আসছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- না গো, মূর্খের জন্য কিছু বল। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চায় নাই -- বলেছিল, রাম তোমাকে পেয়েছি আবার রাজা হয়ে কি হবে! রাম বললেন, বিভীষণ, তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। যারা বলছে, তুমি এত রামের সেবা করলে, তোমার কি ঐশ্বর্য হল? তাদের শিক্ষার জন্য রাজা হও।

ডাক্তার -- এখানে তেমন মূর্খ কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- না গো, শাঁকও আছে আবার গেঁড়ি-গুগলিও আছে। (সকলের হাস্য)